একটি ঝড়ের রাত

প্রতিবছরই বৈশাখ মাসে কালবৈশাখী ঝড় হয়। এ আর নতুন কি। শহরে থাকার কারণে সে ঝড় মনের মধ্যে সেরকম কিছু বৈচিত্র্যও আনে না। কিন্তু এ বছর মার্চের মাঝামাঝি পরীক্ষাশেষে বাবা-মায়ের সাথে গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলাম। ঝড় কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা বুঝতে পারলাম এই বছর লকডাউনের দরুণ সেই গ্রামের বাড়িতেই মাসখানেক যাবৎ আটকে পড়ায়।
সেদিনের সকালের আকাশটা ছিল সুন্দর। দুপুরের আকাশেও কালো মেঘের সেরকম কোনো চিহ্ন ছিল না। সারা দিনের প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরমে নিজেই প্রত্যাশা করছিলাম বায়ুবেগে একখণ্ড মেঘ, একটু বাতাসের ঝাপটা আর সেই সাথে কিছু বৃষ্টি। কিন্তু আমার এ প্রত্যাশা এভাবে পূরণ হবে ভাবিনি। তখন সন্ধ্যে। ঘরে বসে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে গল্পের বই পড়ছিলাম। এমন সময় বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝলাম ঝড় উঠেছে। আনন্দে ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়ে অনুভব করলাম সমস্ত বায়ুমণ্ডল যেন ধূলার সমুদ্র। ঘূর্ণির মত ঘুরছে। ঝড়ের রূপ মুহূর্তের মধ্যে ভয়াবহ আকার নিল,

সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর বাজ পড়ার আওয়াজ আর প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি। বাতাসের ঝাপটায় এক-একবার মনে হতে লাগল, এই বুঝি পুরো ঘরটিই উড়ে যাবে। সে ভয় অমূলক ছিল না। পশ্চিম দিকের ঘরের চাল হঠাৎই আলগা হয়ে গেল। চোখের পলকে বারান্দার চালটাও উড়ে গেল। আমরা সবাই ভয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। গাছের ডাল ভেঙে পড়ার শব্দ, মানুষের আর্তচিৎকার, বাজ পড়ার আওয়াজ, বাতাসের ঝাপটা সব মিলিয়ে মনে হলো যেন প্রকৃতির প্রলয়নাচন শুরু হয়ে গেছে। বাবা চিৎকার করে সবাইকে খাটের নিচে আশ্রয় নিতে বললেন। আমরা তাই করলাম। এভাবে কতক্ষণ ঝড় চলেছে বুঝতে পারিনি। ঝড় কিছুটা কমার পর আলো নিয়ে সবার সঙ্গে বাইরে গিয়ে দেখলাম উঠোনের ছাতিম গাছ, আম গাছ আর কৃষ্ণচূড়া গাছটার ডালপালা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। একটা ঘুঘু পাখি উঠোনে মরে পড়ে আছে। বাবা-কাকা অন্য ক্ষয়-ক্ষতির খতিয়ানে নেমে পড়লো। সে রাতের ঝড়ের কথা মনে হলে আজও গা শিউরে ওঠে। সে সন্ধ্যায় আমি বুঝেছি প্রকৃতির প্রচণ্ডতার কাছে, রুদ্রতার কাছে আমরা কত অসহায়, কত তুচ্ছ।